কোনো শিশুর চোখেই বিদায়ের কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd October, 2021

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

October, 2021 Volume-VII, Issue-VIII   8 Pages, Rs. 2.00   R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

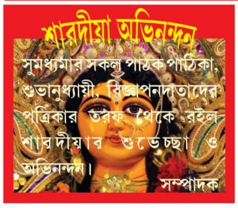

পেগাসাস নিয়ে

নয়াদিল্লি-পেগাসাস নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নিজেরাই তদন্ত কমিটি গঠন করবে। সরকারী তদন্ত কমিটির ওপর ভরসা করছে না সুপ্রিম কোর্ট।

চার বাঙালি

নয়াদিল্লি-দেশের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান পুরস্কারের তালিকায় ১১ জনের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন চারজন বাঙালি, কনক সাহা, কনিষ্ক বিশ্বাস, দেবদীপ মুখোপাধ্যায় ও অনীশ ঘোষ।

মহিলাদের সংরক্ষণ

নয়াদিল্লি-বিচার বিভাগে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বললেন দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনা। সুপ্রিম কোর্টের মহিলা আইনজীবীরা ২৬ সেপ্টেম্বরে তাঁকে সম্বর্ধনা দেন।

ক্ষতিপূরণ

নয়াদিল্লি-করোনায় প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। মৃত্যুর শংসাপত্র জমা দিতে হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে।

রাজ্যে নতুন এজি

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কিশোর দত্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করেন ১৪ সেপ্টেম্বর।

ভি আই পি কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রতিষেধকের দুটো ডোজ নেওয়া থাকলেই পুজোর দর্শনার্থীদের ভি আই পি-কার্ড দেবে শহরের বহু পুজো উদ্যোক্তারা।

নিখরচায় ভ্যাকসিন

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম শারদবরণ ২০২১-এ অংশ নেওয়া উদ্যোক্তাদের সংগঠনের পাঁচ সদস্যকে নিখরচায় ভ্যাকসিন দেবে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

নতুন ডাকটিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি-মাটির প্রতিমার রূপকারদের সম্মান জানাতে ৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সেরাম শারদবরণ -এর লোগো সম্বলিত ডাকটিকিট। ওইদিন এক অনুষ্ঠানে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের হাতে ডাকটিকিট তুলে দেবেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

শারদীয়া ক্রোড়পত্র সহ এবারের সুমধ্যমা পত্রিকা মোট ১০ পাতা

মহিষাসুরমর্দিনীর সুরে সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর উন্মোচন

প্রেস ক্লাব কলকাতায় শারদবরণ ২০২১-এর স্মারক উন্মোচন — নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম শারদবরণ ২০২১ -এর স্মারকের আবরণ উন্মোচন হয়ে গেল ৩ সেপ্টেম্বর, কলকাতা প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক তথা সেরাম গ্রুপের সিইও সঞ্জীব আচার্য্য, কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পুজোর থিমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এবার সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর মূল লক্ষ্য হল পুজো হোক নিরাপদ। সেকারণেই আমাদের থিম হল, ‘পুজো হোক আনন্দময়, ভ্যাকসিনে জীবন জয়’। সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন প্রেস ক্লাবে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ঘোষণা করেন, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী পুজো উদ্যোক্তাদের সংগঠনের পাঁচ সদস্যকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। কারণ পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা হবেন অগণিত দর্শক। উদ্যোক্তাদের উচিত সবসময় নিরাপদ থাকা। সেকারণেই উদ্যোক্তা সংগঠনের সদস্যদের বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এটি একটি অভিনব প্রয়াস। ভ্যাকসিন দেওয়া হবে সেরামের দুটি ভ্যাকসিন কেন্দ্র শ্যামবাজার ও গড়িয়াহাট কেন্দ্র থেকে। এছাড়া সেরামের শারদবরণের ওয়েব সাইটও উদ্বোধন করা হয় এদিন। প্রেস ক্লাবে এদিন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী তথা অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

পুজো হোক আনন্দময়, ভ্যাকসিনে জীবন জয়

শরতের শুরুতে ঝরে গেল বারোটা প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। ২৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হল পাঁচ জনের। মালদার হবিবপুরে বিদ্যুতের ছেড়া তারে তড়িদাহত হয়ে মারা গেলেন তিন জন। আগরপাড়ায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বেলঘড়িয়াতে মোবাইলে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেলেন এক শ্রমিক। এর আগে মেদিনীপুরের ভগবানপুরে ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় দুই যুবকের। খড়দায় একই পরিবারে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। ২২ সেপ্টেম্বর দমদমের বান্ধবনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে দুই কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে তিন দিনে মৃত্যু হয়েছে বারো জনের।

করোনা আবহে এবার পুজোয় ফুটপাথে ফুডের আবেগে রাশ টানুন

সঞ্জীব আচার্য্য

ভ্যাপসা গরম বা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি অথবা শরতের হাল্কা ঠান্ডা আমেজ, স্ট্রিট ফুডের দোকানে সেই ‘ঠাই নাই, ঠাই নাই’ রব। করোনার কারণে এক বছর স্ট্রিট ফুডের রমরমা কিছুটা কমেছিল। এখন আবার যে কে সেই হাল। বিরিয়ানিতে লাইন, ফুচকায় লাইন, মোমোয় লাইন আর আড্ডা চলছে। চাঁদনি, ডালহৌসি, পার্ক স্ট্রিট, শ্যামবাজার যেখানেই যান না খাবার দোকানের সামনে লম্বা লাইন। পেটের রোগ যতই নাজেহাল করুক, ফুটপাথের ফুডে আবেগের কমতি নেই। এই স্ট্রিট ফুড শরীরের জন্য যে কতটা মারাত্মক হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও মানুষের সচেতনতা ফিরছে না। একদিকে ডায়েরিয়া, অজানা জ্বর নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড। জলবাহিত খাবার, কাঁটা ফলে জন্মানো কতরকমের ব্যাকটেরিয়া রোজ শরীরে ঢুকছে তার হিসেবই কেউ রাখছেন না। অনেকে রাস্তায় মোমো খান কম ক্ষতি হবে বলে, চিড়ে দই খান পেট ঠান্ডা হবে বলে। ফুটপাথে সস্তায় মোমো বানাতে যে ময়দা ব্যবহার করা হয় তাতে মেশানো হয় বেঞ্জাইল পারাক্সাইড। মোমোর গায়ে তেল ভাব আনতে মেশানো হয় অ্যালোক্সেনের মত ক্ষতিকারক রাসায়নিক, যা লিভারের জন্য মারাত্মক বিষ, কৃমির সমস্যা বাড়ায়। ফুচকার জলে যে কতরকমের ব্যাকটেরিয়া শরীরে ঢোকে তার কোন হিসেব নেই। দোকানদারের হাত থেকে আলু মাখা আর তেঁতুল জলে মিশে যায় সালমোনেল্লা, ভিব্রিওকলেরি যা মারাত্মক ডায়েরিয়ার জন্য দায়ী। রোল, চাউমিন, ভেজিটেবল বা চিকেন স্ট্যুতে পচা-বাসি সবজি, পশুর নাড়ীভুড়ি মিশিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকে অনেকসময়। এর ফলেই শরীরে ঢুকে যাচ্ছে ব্যাসিলি, ক্লট্রিডিয়াম জাতীয় প্যাথোজেন। বাজার চলতি বার্গার, পিৎজা বানানো হচ্ছে প্রসেসড মিট দিয়ে। এই মাংসের কারনিটিন নামে উপাদান ভেঙে গিয়ে ট্রাইমিথাইল ল্যামিন যৌগে পরিণত হয়। রক্তে শোষিত হয়ে, লিভারের বিপাক ক্রিয়ায় ভেঙে ট্রাইমিথাইল্যামিন-এন-অক্সাইডে পরিণত হয় যা হার্টের সূক্ষ রক্তনালিতে চর্বি জমিয়ে ইসকিমিক হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। প্যাকেজ ফুডে যে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় তাতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। কারণ এতে ব্যবহার করা হয় গ্রিজ প্রুফ পেপার। এর ফ্লোরিনেটেড যৌগ বাড়িয়ে দেয় ক্যান্সারের ঝুঁকি। এর ওপর রয়েছে কোভিডের শাসানি। সেকারণেই এবার পুজোয় রসনা-বিলাসে কিছুটা রাশ টানলে ভাল হয়।

এখানে – ওখানে

দুর্গাপুজোয় ভাইরাস নিধনে সেরামের সক্রিয় ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম শারদবরণ ২০২১ এ বছর ১২ তে পা দিল। কোভিড অতিমারির পরিবেশের কথা মাথায় রেখে এ বাঙালির তথা দেশের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মারণরোগ থ্যালসেমিয়া প্রতিরোধ পুজো ইভেন্টের ঘন্টা বাজল ৩ সেপ্টেম্বর। সেরাম শারদবরণ ইভেন্টটি মূল উদ্যোক্তা এস সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড। সমগ্র ইভেন্টটি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। প্রেস ক্লাব কলকাতায় ৩ সেপ্টেম্বর সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। ইভেন্টের রেপ্লিকার উন্মোচন করলেন সংগঠনের সম্পাদক তথ্য সেরাম গ্রুপের সি এম ডি সঞ্জীব আচার্য্য, প্রখ্যাত অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগঠনের সহ সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, দেশের প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল ব্যানার্জি সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইভেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ছাড়াও ছিল একটি মনোগ্রাহী বিতর্ক সভা। বিতর্কের বিষয় ছিল 'শারদ সম্মান বিক্রি হয়?'' বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণকারীদের যুক্তি ও পাল্টা যুক্তিতে বিতর্কসভা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। বিতর্কসভাটি পরিচালনা করেন থিয়েটার ও ছোটপর্দার বহু পরিচিত অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিতর্ক সভার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ইতি টানেন তিনি। শারদসম্মান বিক্রি হওয়ার দিকেই যুক্তির পাল্লা ভারি থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় সঠিক ব্যাখ্যার অভাব ছিল। পুজোর সংগঠকরা নিজেদের পুজোকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসবার জন্য পুজোর প্রতিটি আঙ্গিকের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই বিষয়টি বিতর্কসভায় সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন নি অংশগ্রহণকারীরা। অন্যদিকে, শারদসম্মান বিক্রি হয় না-সম্পর্কেও ভালো ভালো যুক্তি খাঁড়া করেন অংশগ্রহণকারীরা। বিতর্কের বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করা হয়েছিল বেশ ঝুঁকিকে সম্বল করে। কারণ পুজো উদ্যোক্তারাও এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং কেউ কেউ বিতর্কতে অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অনেক সংগঠন অতীতে বহু শারদসম্মান পেয়েছেন। আবার কেউ একটাও পান নি। এই অবস্থায় দাড়িয়ে থেকে এই বিতর্কসভাটি সকলের মনের মধ্যে থাকা দ্বিধাদ্বন্দ্বকে হালকা করতে সমর্থ হয়েছে।

এবার পুজো ইভেন্টের মূল বিষয়গুলোকে তুলে ধরা প্রয়োজন। ৩ সেটেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুজো সংগঠকরা এই ইভেন্টে নাম জমা দিয়েছেন। সমগ্র কলকাতাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ। এর আওতায় সল্টলেকের পুজো এছাড়া হাওড়া জেলার পুজোর উদ্যোক্তারাও এই ইভেন্টে আমাদের সাথী। সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, সেরা অল্পব্যয়ে পুজো এবং সেরা সমাজবন্ধু এই চারটি পর্যায়ে কলকাতা ও হাওড়ার জন্য মোট ২০টি পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারও। সেরাম শারদবরণ ২০২১-এ প্রত্যেকটি পুজো সংগঠকদের প্যান্ডেলে পাঠানো হয় পুজোর ফ্লেক্স, ব্যানার। ৬ এবং ৭ অক্টোবরের প্রথম রাউন্ডে বের হন বিচারকগণ। প্রত্যেকটি অংশ থেকে তারা সেরা ২৫ জন বাছাই করেন। মোট সেরা ১২৫ টি পুজোর মধ্যে পাঁচটি বিভাগ এবং চারটি পর্যায়ের জন্য সেরা পুজোগুলোকে বেছে নেন। সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, সেরা স্বল্পব্যয়ে পুজো, সেরা সমাজসেবী। সপ্তমীর পুজোতে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেরাম শারদবরণ-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই উৎসবের প্ল্যাটফর্মটাকে ব্যবহার করে থ্যালাসেমিয়া রোধে ব্যাপক জন সচেতনতা গড়ে তোলা। এর সাথে এবারের লক্ষ্য পুজো সংগঠকদের কোভিড মুক্ত করার প্রয়াস।

শিক্ষক দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি-শোভাবাজার ব্রাহ্মণ সমাজের উদ্যোগে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান দিবস। এলাকার বহু মানুষ শিবিরে এসে রক্তদান করেন। এই বিশেষ দিনটিতে সংগঠনের তরফ থেকে প্রতিবছরই রক্তদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

নবাঙ্কুরের অনুষ্ঠান ঃ শিক্ষক দিবসের দিন লালাবাগানের নবাঙ্কুরে খুঁটিপুজো

নবাঙ্কুরে খুঁটিপুজো

জাঁকজমক করে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষরা এদিন প্রাক্ দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন।

আমরা মহিলারা ঃ গৌরীবাড়ি লেনের

আমরা মহিলারা-র অনুষ্ঠান

আমরা মহিলাদের উদ্যোগে এদিন অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক দিবস। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষকদের সম্মান জানায় আমরা মহিলারা। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। আমরা মহিলারা-র আবেদনে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন সঞ্জীব আচার্য্য।

সিটিজেন্স ফোরাম ঃ মানিকতলার ২৭ নং ওয়ার্ডে সিটিজেন্স ফোরামের উদ্যোগে ৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক দিবস। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রবীণ নাগরিকরা।

সিটিজেন্স ফোরামের অনুষ্ঠান

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডরেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথির আসন অলংকৃত করেন সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি তাঁর ভাষণে শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষককুল। এদের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা থাকা ও সম্মান থাকা উচিত।

নজরুল স্মৃতিস্মরণ

ভাষ্যকার ও গায়ক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতিসরণে ২৯ আগস্ট পাইকপাড়া পটমঞ্জুরি, কলকাতার অগ্নিবীণা এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে শ্যামবাজার সেরাম সভাগৃহে অনুষ্ঠিত নজরুল সন্ধ্যা। বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করে এদিন শহরে বহু খ্যাতনামা শিল্পী নজরুলগীতি পরিবেশন করেন এবং কবির স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে প্লেয়ার্স ক্লাবের উদ্যোগে ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্য বিশেষ অতিথি বৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষ শিবিরে উপস্থিত থেকে রক্তদান করেন।

অবৈতনিক স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-উই আর দ্য ওয়ার্ল্ড-এর উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সহযোগিতায় ২৯ আগস্ট সুকিয়া স্ট্রিটের ঋষিকেশ পার্কে অনুষ্ঠিত হল অবৈতনিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত মানুষদের ইসিজি, বিএমডি, রক্তচাপ নির্ণয়, ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়।

৩৮ নং ব্লকে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাদুড় বাগানে ৩৮নং ব্লকে ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। এই শিবিরে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত হয়ে রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক।

দুঃস্থ শিল্পীদের সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি-পণ্ডিত রাধাকান্ত নন্দী স্মৃতি সংস্থার পক্ষ থেকে ২৮ আগস্ট তৃতীয় পর্যায়ে দুঃস্থ শিল্পীদের সহায়তা দেওয়ার অনুষ্ঠান হল শ্যামবাজারে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সভাগৃহে।

বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-মুচিবাজার প্রচেষ্টার উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর মাতৃ পূজা উপলক্ষ্যে প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হল। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ আরও অনেকে।

স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-অনাথবাবু বাজার ব্যবসায়ী সমিতি (ছাতুবাবু বাজার) উদ্যোগে ৮ সেপ্টেম্বর রক্তদান শিবির সহ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে দৃষ্টিহীনদের খাবারও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুঃস্থ মায়েদের সেবা এবং বিগত বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনাও দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য ও এলাকার নির্বাচিত কাউন্সিলর।

হেমজ্যোতির রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-হেমজ্যোতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৯ আগস্ট মদনমোহনতলা স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। শিবিরে অংশগ্রহণ করেন এলাকার বহু মানুষ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, রক্তদানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সময়ে প্রত্যেকটি ক্লাব সংগঠনের উচিত আরও বেশি বেশি করে রক্তদান অনুষ্ঠান আয়োজিত করা।

মৃত্যুর কাছাকাছি প্রাচীন গাছ

বিশ্বের দীর্ঘতম, জীবন্ত, চিরহরিৎ বৃক্ষ জেনারেল শেরম্যান

ক্যালিফোর্নিয়া-এখনও পর্যন্ত বিশ্বের দীর্ঘতম, জীবন্ত, চিরহরিৎ বৃক্ষ। জেনারেল শেরম্যান। এর আয়তন ১৪৮৭ কিউবিক মিটার। উচ্চতা ৮৪ মিটার। মাটির কাছে বেড প্রায় ৩১ মিটার। বয়স ২৩০০ থেকে ২৭০০ বছর। ক্যালিফোর্নিয়ার সিকুইআ ন্যাশানাল পার্কে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই জেনারেল শেরম্যান। গৌতম বুদ্ধের আমল থেকে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। এখন দাবানল গ্রাস করতে চলেছে এই গাছকে। এই গাছকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বনকর্মীরা। এক ধরনের বিশেষ এনামেলের পাত যা আগুনের তাপকে শুষে নিতে পারে, তা দিয়ে গাছের গোড়া থেকে শুরু করে একদম ওপর পর্যন্ত মুড়িয়ে ফেলার কাজ চলছে। এই সিকুইয়া গাছটিকে বাঁচানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাও এই গাছটি নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাঁরা চান না, এই ধরনের আকড় বৃক্ষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পরে শেষ হয়ে যাক। আগুনকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন আচ্ছাদন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে গাছের গোড়া। অ্যালুমিনিয়াম পর্দা দিয়ে গাছটিকে ঢাকা হচ্ছে। এগুলো সিকুইয়া গাছ। দেখা যাক দাবানলের গ্রাস থেকে বাঁচানো যায় কিনা পৃথিবীর এই প্রাচীন গাছটিকে।

বন্ধু নয় ভারত

কাবুল-তালিবানের হক্কানি নেটওয়ার্কের নেতা আনাস হক্কানি জানালেন, ভারত আফগানিস্তানের সত্যিকারের বন্ধু নয়। আফগানরা সে কথা ভালভাবেই জানেন. একটি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হক্কানি বলেন, 'গত দু'দশক ধরে ভারত শুধু আগুনে ধুনো দিয়েছে। শান্তির জন্য কিছুই করেনি। ওদের ভূমিকা নেতিবাচক। ভারতের এই নীতি বদল করা প্রয়োজন। অন্যদিকে আনাস হক্কানির সঙ্গে বিরোধ জমে উঠেছে। হক্কানিকে জায়গা দিতে একেবারেই রাজি নয় তালিবানরা।

সাগরপারের

টুকিটাকি

নিলামে চশমা

লন্ডন-হিরে ও পান্না বসানো সপ্তদশ শতকে মোঘল আমলের দুটি চশমা অক্টোবর মাসে নিলামে উঠতে চলেছে। নিলাম সংস্থার ধারণা, ৩৫ লক্ষ ডলার দাম উঠতে পারে।

মাস্কের জন্য খুন

জার্মানি-মাস্ক পরতে বলায় বচসা শুরু হয়ে যায়। সেই বচসা থেকে গুলি। ১৮ সেপ্টেম্বর এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন কুড়ি বছরের এক পেট্রোল পাম্প কর্মী। এরপর থেকেই উত্তাল জার্মানি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী করোনা বিধি মানতে বলায় এই ঘটনা জার্মানিতে প্রথম ঘটল।

তালিবান সরকারের নেতৃত্বে আখুন্দ

কাবুল-অনেক জল ঘোলা করার পর আফগানিস্তানের নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করল তালিবান। কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকারের নেতৃত্ব দেবেন মোল্লা মহম্মদ হাসান আখুন্দ। দোহায় তালিবানদের রাজনৈতিক দফতরের চেয়ারম্যান মোল্লা আব্দুল গানি বরাদরকে কার্যনির্বাহী উপ-প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে। আখুন্দের নাম রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের জঙ্গি তালিকায়। আখুন্দের নাম প্রস্তাব করেন তালিবানদের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লা আখুন্দজাদা। হক্কানি নেটওয়ার্কের প্রধান সিরাজুদ্দিন হক্কানি হয়েছেন কার্যনির্বাহী অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী। কার্যনির্বাহী প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়েছেন মোল্লা মহম্মদ ইয়াকুব। কার্যনির্বাহী বিদেশমন্ত্রী হয়েছেন আমির খান মুত্তাকি, উপ-বিদেশমন্ত্রী শের মহম্মদ আব্বাস স্তানিকজাই, কার্যনির্বাহী অর্থমন্ত্রী হেদায়েতুল্লা বদ্রি।

নতুন করে পথচলা শুরু হল

জো বাইডেনের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মেয়েদের পড়াশুনা নিয়ে তালিব সিদ্ধান্ত

রাস্তায় নেমে নারী স্বাধীনতার পক্ষে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তালিবানি মহিলারা

কাবুল-তালিবান শাসনে নারীদের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। বাড়ির বাইরে যাতায়াত করা নিয়েও নিষেধাজ্ঞা। সেখানে স্কুল যাওয়ার অনুমতি যে মিলবে না, এটা ধরেই নেওয়া যায়। ২১ সেপ্টেম্বর তালিবান মুখপাত্র জবিউল্লা মুজাহিদ জানালেন, মেয়েদের জন্য স্কুলের দরজা খুব তাড়াতাড়ি খোলার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। একথা শুনে অধিকাংশ আফগানিস্তানের মেয়ে পড়ুয়ারা খুশির থেকে অবাক হয়েছে বেশি। মহিলাদের বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদের সুর ক্রমশ চড়া হচ্ছিল। যদিও এই প্রতিবাদটা আফগানিস্তানের বাইরে থেকেই বেশি হয়েছে। এই ঘটনায় সেই দেশের ছাত্ররাও সাহস করে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরাও পোস্টার হাতে নিয়ে প্রতিবাদ জানায়।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ আমরা বিভিন্ন সময়ে ইনফেকশনের জন্য অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকি। এইসব ওষুধের সাইড এফেক্ট এবং কিভাবে সতর্ক থাকা যায়, তা জানালে বাধিত হব। *কৃষ্ণা চ্যাটার্জি, বালিগঞ্জ*

উঃ হ্যাঁ। আমাদের যে বিভিন্ন সময় অ্যান্টিবায়োটিক নিতেই হয়। জ্বর, সর্দিকাশি, ডায়েরিয়া, ইউরিনারি ইনফেকশন এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে। কিছুক্ষেত্রে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা Side Effect দেখা দিতে পারে। যেমন—

অ্যালার্জি (Allergy Reactions) ঃ কখনও বা কোন অ্যান্টিবায়োটিক থেকে পায়ে দাগ (Rashes), চুলকানি প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়াও আরও সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে, যেমন Stevens Jhonson Syndrome । এক্ষেত্রে পুরো শরীরে Rashes দেখা দেয়। ফোস্কা পড়ে যায় (Blisters), খাদ্যনালীর মধ্যের যে ঝিল্লী (Mucosa), তাও আক্রান্ত হয়। এটি খুবই সাংঘাতিক অবস্থা। পেনিসিলিন, সালফোনালাইড প্রভৃতি থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। সুতরাং এগুলি খুবই সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

কারও যদি আগে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এরকম উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ঐ ওষুধ না নেওয়াই ভালো এবং চিকিৎসকের কাছে এবং উল্লেখ করে রাখা দরকার।

অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন নেওয়ার আগে সতর্কতামূলক পরীক্ষা (Sensitivity Test) করে নেওয়া উচিত। অল্পস্বল্প Rashes বা চুলকানি হলে অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ, যেমন --- Fexofenadine, Cetiricine প্রভৃতি দিলে ঠিক হয়ে যায়। Stevens Jhonson Sindrome হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা উচিত। অ্যান্টিঅ্যালার্জিক ওষুধ ছাড়াও স্টেরয়েড এবং Supportive Care দেওয়া প্রয়োজন হয়।

ডায়েরিয়া (Diarrhoea) ঃ কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক থেকে হতে পারে, যেমন----অ্যাসক্সিসিলিন, অ্যাসপিসিনি, সালফোনাখাইডস প্রভৃতি। এক্ষেত্রে বেশী করে জল, ORS ব্যাকটোব্যাসিলাস, কখনও বা মেট্রোনিডাজোল (Metronidajole) নিতে হয়। পরবর্তীকালে এই জাতীয় ওষুধ নিলে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কিডনির সমস্যা (Nephro toxicity) ঃ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন অ্যামিনোমাইকোসাইডস (Streptomycin, Amikacin, Gentamycin প্রভৃতি) থেকে কিডনির সমস্যা হতে পারে, বিশেষতঃ বয়স্কদের ক্ষেত্রে। সেইজন্য, এইসব অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা পরে পরীক্ষা করে নিতে হবে।

যাদের কিডনির সমস্যা আছে, তাদের এইসব ওষুধ খুব প্রয়োজন না হলে না দেওয়াই ভালো।

কুইনোলোনস (Quinolones) ঃ যেমন, Ciprofloxacin, Ofloxalin, Norfloxacin প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় ডায়রিয়া, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন প্রভৃতিতে। কিন্তু মৃগী রোগ (Seicure Disorder) থাকলে এগুলি না দেওয়াই ভালো, কারণ এরা খিঁচুনি (Seicures) ডেকে আনতে পারে।

অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া (Aplastic Awaemia) ঃ কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন ক্লোরাম ফেনিকল (Chloramphenicol), সালফো নামাইডস (Sulpho namides) প্রভৃতি এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এটি খুব সাংঘাতিক রকমের অ্যানিমিয়া। তবে এইসব অ্যান্টিবায়োটিক এখন খুব একটা ব্যবহার হয় না।

এছাড়াও, অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ (Antibiotic Resistance) তৈরি হতে পারে। এটা একটা বিরাট সমস্যা। অনেক সময়ই দেখা যায় যে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও কোন জীবাণুকে দমন করা যাচ্ছে না। জীবাণুর Multi Drug Resistant Strain-এর জন্য এরকম হতে পারে। সুতরাং অ্যান্টি বায়োটিকের ব্যবহার যথাযথভাবে করতে হবে।

প্রঃ ASD-র চিকিৎসা সম্বন্ধে জানতে চাই। *শতদল দাস, হাওড়া*

উঃ ASD বা Atrial Septal Defect হল এরকম জন্মগত হার্টের অসুখ (Congenital Heart Disease), যেখানে হার্টের দক্ষিণ অলিন্দ ও বাম অলিন্দের মধ্যে যে দেওয়া থাকে তাতে ছিদ্র দেখা দেয়।

ছোট ছিদ্র হলে অনেক সময় পরবর্তীকালে মিলিয়ে যায়। কিন্তু বড় বা মাঝারি ছিদ্র হলে অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভালো। আগে ওপর হার্ট সার্জারি করা হত, কিন্তু এখন ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে ছিদ্র বন্ধ বা করা হলে পরবর্তীকালে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি পালমোনারী হাইপারটেশন হয়ে যায়, তাহলে অপারেশন করা যায় না। যত তাড়াতাড়ি এটা করা যায় ততই ভালো। যাদের ছিদ্র রয়েছে, তাদের কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। যেমন-Ace Inhibitors , Beta Blockers প্রভৃতি। Arrhythmia থাকলে তার চিকিৎসাও করা হয়।

প্রঃ অনেক সময় সি আর পি (CRP) পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। এর তাৎপর্য কি? *অজন্তা বসাক, সল্টলেক*

উঃ সি আর পি (C Reactive Protein) হল একরকমের প্রোটিন যা রক্তে পাওয়া যায় এবং যকৃতে (Liver) তৈরি হয়। শরীরে যে কোন প্রদাহ (Inflammation) হলে এর মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ এটি হল একটি Acute Phase Protein।

যে সব ক্ষেত্রে রক্তে এর মাত্রা বাড়ে। সেগুলি হল— (১) সংক্রমণ (Infection) বেশীর ভাগ ইনফেকশনেই এর মাত্রা বাড়ে। টিউবারকুলোসিস-এর ক্ষেত্রেও তাই।

(২) গর্ভাবস্থার (Pregnancy) দ্বিতীয়ার্ধে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রক ওষুধ (Birth Control Pill) নিলেও রক্তে CRP-র মাত্রা বাড়তে পারে।

(৩) আঘাত (Trauma) বা হাড় যাওয়া (Burws) ক্ষেত্রে এর মাত্রা বাড়তে পারে।

সম্পাদকীয়

আমরা ও দু'দশক

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বরাবরই কড়া মনোভাব নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু এই মনোভাবের নীট ফল কি হল? কুড়ি বছর অতিক্রান্ত ৯/১১। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে বিমান হামলায় প্রায় তিন হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার উচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই যুদ্ধ কি থেমে গেছে! দু'দশক আগে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যে আঘাত হেনেছিল, সেই আল-কায়দা এখন দুর্বল হয়ে পড়লেও তাদের আদর্শ ত্যাগ করেনি। বিশ্বের অনেক দেশে তারা ইসলামি উগ্রপন্থীদের উৎসাহ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই যুদ্ধও থামে নি। এটাই ভবিতব্য। বিমান ছাড়ার দু'ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে পৌঁছানো, সরকারি অফিসে নিরাপত্তার কড়াকড়ি, পথে-ঘাটে ব্যাপক নজরদারি, বহু শ্বেতাঙ্গ মানুষের মনে অভিবাসী বিরোধী ঘৃণা—৯/১১-র পর এসব নিয়মকানুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আমেরিকার নাগরিক জীবন। কুড়ি বছর আগের সময় থেকে এখন আমেরিকার ভেতরে এবং বাইরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দু'দশক পরে সকলের প্রশ্ন, আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কী করল। ওসামা বিনা লাদেন আর নেই, স্রেফ এটাই সুসংবাদ। কিন্তু লাদেনের কর্মভূমি আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতা দখল করল। আফগানিস্তান এখন সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত বিচরণভূমি। এই দেশের মাটিকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদীরা সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় ফেলবে ভারতকে। পাকিস্তানের এখন পোয়া বারো। তারা আরও বেশি করে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার সুযোগ পাবে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বুমেরাং হয়ে উঠল আমেরিকার এই পশ্চাদাপসরণ।

এবার দেখা যাক বর্তমানের চিত্রটা। কুড়ি বছর পর এবারের ৯/১১ তে দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তানে আমেরিকার কোন সৈন্য নেই। কিন্তু এটা হল কেন? যে দেশকে গড়ে তুলতে কোটি কোটি ডলার খরচ করেছে আমেরিকা, যাদের সরকারকে সবদিক থেকে সহায়তা করা হত, সেখানকার সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমেরিকাকে, সেই আফগানিস্তান ত্যাগ করার অব্যহিত পরেই বিদ্যুৎগতিতে আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে তালিবানরা। আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই যুদ্ধে অনেক আগেই পরাজয় হয়েছে আমেরিকার। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তনে লজ্জাজনক বিষয়টি বিশ্বের সামনে এসে পরেছে। আবার পিছু হঠা নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে অন্য কোনও পরিবর্তন আসবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মূলকথা আমেরিকার শ্রম এবং অর্থ পুরোটাই জলে গেছে। ৯/১১-তে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, কুড়ি বছর পর আমেরিকা পরাজিত পক্ষ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিগণিত হচ্ছে। আমেরিকার এই পরাজয়ে প্রমাদ গুণছে ভারত। প্রতিবেশী এই দেশটিতে ভারতের বন্ধুরা আজ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটাই সঙ্কটজনক এবং উদ্বেগজনক। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে আমেরিকার পাশে থাকবে ভারত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। পাকিস্তান ও তালিবান আফগানিস্তান ভারতের সীমানায় যে বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলবে তাতেও সন্দেহ নেই। ভারতের কিছু অংশে অস্থিরতা বাড়বে। কুড়ি বছর পর ৯/১১-র চলমান প্রথার গতিপথ দেশের নিরাপত্তার কাছে এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে।

নিত্য-অনিত্য

স্বামী সারদানন্দ

কর্ম আশ্রয় করলে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তা হলে জ্ঞান আপনিই আসবে। অর্জুন কিন্তু একথা সহজে বুঝতে পারছেন না, কেবল ভুলে যাচ্ছেন। সেইজন্যে শ্রীকৃষ্ণ ফের বলছেন, সকলের এক পথ নয়। নিজের লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি না রেখে কর্তৃব্যবোধে সংসারের যাবতীয় কাজই কর, অথবা কামকাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন কাটাও, উভয় পক্ষের ফল একই হবে। কারণ, উভয় পথই মানুষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্মলাভের একমাত্র পথ।

ভোগসুখের জন্যে অনুষ্ঠিত সাংসারিক কর্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। সাংখ্যাকার মহামুনি কপিল বলেন, পুরুষকে স্বমহিমা অনুভব করিয়ে দেবার জন্যই প্রকৃতির জগৎ-সৃষ্টিরূপ বিচিত্র উদ্যম। ভোগসুখের দ্বারা আপনার তৃপ্তিসাধন করতে গিয়ে ধাক্কার ওপর ধাক্কা খেয়ে মানুষ জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে অনিত্য সুখের ওপর বিরক্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা করে, তা ভাবলে ওকথা ধ্রুব সত্য বলে বোধ হয়। আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর মতো মানুষের চোখের ওপর নাম, রূপ, যশ, প্রভূত্ব বা অন্য কোন একটা অনিত্য পদার্থবিশেষকে অতিরঞ্জিত করে ধরে তাতেই সুখ-শান্তি, তল্লাতেই পুরুষার্থ, এই বুঝিয়ে কেমন সহজ উপায়ে প্রকৃতি তাকে অন্যান্য অনিত্য পদার্থসকলের তুচ্ছতা অনুভব করিয়ে দেয়।

আশাপূর্ণা দেবী — প্রকৃতির নিয়মানুসারে, প্রয়োজনের খাতিরেই সমাজে বিপ্লব আসে। যুগে যুগে কালে কালে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কাজ চলে। সাহিত্য তার কাজ কিছু এগিয়ে দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ — প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে, সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দুর্বল করে দেয়, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

মাসতামামি

১ অক্টোবর — বিশ্ব প্রবীণ দিবস
সংগীত পরিচালক ও শিল্পী শচীনদেব বর্মনের জন্ম ১৯০৬
অ্যানি বেসান্তের জন্ম ১৮৪৭

২ অক্টোবর — গান্ধীজির জন্ম ১৮৬৯
কলকাতায় জিপিও চালু হল ১৮৬৮
নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ির জন্ম ১৮৮৯

৩ অক্টোবর — বিশ্ব প্রকতি দিবস
নির্বাচনে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৭

৪ অক্টোবর — প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করল রাশিয়া ১৯৫৭

৫ অক্টোবর — পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং ক্রিকেটার ইমরান খানের জন্ম ১৯৬৮
কলকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় প্রবল ঝড়ে ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৮৬৪

৬ অক্টোবর — বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩
ভারতীয় ফৌজদারি বিধি আইনে রূপান্তরিত হল ১৮৬০

৭ অক্টোবর — মিশনারিজ অফ চ্যারিটি প্রতিষ্ঠা করলেন মাদার টেরিজ ১৯৫০
বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণান রসায়নে নোবেল পেলেন ২০০৯

৮ অক্টোবর — ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র জন্ম ১৮৬২
মহাত্মা গান্ধীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ১৯১৯
সদলবলে চে গুয়েভারাকে আটক করা হল বলিভিয়াতে ১৯৬৭
সাহিত্যে নোবেল পেলেন সলঝেনিৎসিন ১৯৭০

৯ অক্টোবর — চে গুয়েভারাকে হত্যা করা হল ১৯৬৭
বম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে ইউরেনিয়াম ২৩৩ উৎপাদন শুরু হল ১৯৭১
ভার্টিকান সিটিতে দলাই লামাকে অভ্যর্থনা জানালেন পোপ জন পল ২-১৯৮০
মালালা ইউসুফজাইকে হত্যার চেষ্টা করল তালিবানেরা ২০১২

১০ অক্টোবর — ডঃ দ্বারকানাথ শান্তারাম কোটনিসের জন্ম ১৯১০
যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন কৈলাশ সত্যার্থী এবং মালালা ইউসুফজাই ২০১৪

১১ অক্টোবর — জয়প্রকাশ নারায়নের জন্ম ১৯০২
নানাজি দেশমুখের জন্ম ১৯১৬

১২ অক্টোবর — ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন ১৪৯২
সংগীত শিল্পী কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৪
দেশের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কামিনী রায়ের জন্ম ১৮৬৪

১৩ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ ১৯১১
পুনরায় চালু হল স্টার থিয়েটার ২০০৪
শিল্পী কিশোরকুমারের প্রয়াণ ১৯৮৭
ইভা মোরালেস তৃতীয় বারের জন্য বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন ২০১৪
কমনওয়েলথ থেকে নাম প্রত্যাহার করল মালদ্বীপ ২০১৬

১৪ অক্টোবর — অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন অমর্ত্য সেন ১৯৯৮
লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম ১৯৩০

১৫ অক্টোবর — দিল্লির একমাত্র মহিলা সুলতান রাজিয়া সুলতানার প্রয়াণ ১২৪০
দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের জন্ম ১৯৩১
সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়নের নির্বাসিত জীবন শুরু ১৮১৫
মোঘল সম্রাট আকবরের জন্ম ১৫৪২

১৬ অক্টোবর — চিনে লং মার্চ শুরু ১৯৩৪
মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পেলেন হরগোবিন্দ খুরানা ১৯৬৮

১৭ অক্টোবর — আন্তর্জাতিক গরিবী দিবস
বাউল লালন ফকিরের জন্ম ১৭৭২
নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন মাদার টেরেসা ১৯৭৯
মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম ১৮৭০

১৮ অক্টোবর — কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভ্যর্থনা ১৯৯০
শিল্পী পরিতোষ সেনের জন্ম ১৯১৮
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবী কবি বেঞ্জামিন মোলায়েজকে ফাঁসি ১৯৮৫

১৯ অক্টোবর — ডঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে প্রথম নলজাত শিশুর জন্ম ১৯৮৬
শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮

২০ অক্টোবর — সুরকার ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১
লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মর গদ্দাফিকে হত্যা ২০১১

২১ অক্টোবর — বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নাড নোবেলের জন্ম ১৮৩৩
আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন নেতাজি ১৯৪৩

২২ অক্টোবর — ভারতের মনুষ্যবিহীন রকেট চন্দ্রায়ন ১ উৎক্ষেপণ করা হল ২০০৮
কবি জীবনানন্দ দাসের প্রয়াণ ১৯৫৪

২৩ অক্টোবর — কবি শামসুর রহমানের জন্ম ১৯২৯
লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ২০১২

২৪ অক্টোবর — লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪

২৫ অক্টোবর — পাবলো পিকাসোর জন্ম ১৮৮১

২৬ অক্টোবর — কবি মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮

২৭ অক্টোবর — লোকশিল্পী আব্বাসউদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯০১

২৮ অক্টোবর — ভগিনী নিবেদিতার জন্ম ১৮৬৭

২৯ অক্টোবর — ভয়ঙ্কর ঝড়ে বিপর্যস্ত উড়িষা ১৯৯৯

৩০ অক্টোবর — লেখক সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭

৩১ অক্টোবর — দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা ১৯৮৪

পুজোয় বেপরোয়া আনন্দ করে বিপদকে আমন্ত্রণ নয়

পারিজাত বোস

মাত্র কিছুদিন বাকি। আমাদের বাঁধনহারা আনন্দের দিন এসে গেল। যদিও তার স্থিতিকাল মাত্র দিন চারেকের। আমরা কিন্তু এরজন্য পথ চেয়ে থাকি অনেকদিন। পরিবর্তন বলতে ক্যালেন্ডারে ২০ এবার ২১ হয়েছে। আর তেমন বড়সড় কিছু বদল হয় নি। যুক্তি আছে অনেক। আমাদের দেহে বিঁধেছে দুটি সুঁচ, গ্রাফ নেমেছে খানিকটা। কিন্তু বার বার মনে ভেসে ওঠে দ্বিতীয় ঢেউয়ের ছবিটা। অক্সিজেন সিলিন্ডার তখন যেন রাতের শেষ লোকাল। তাতে উঠতে না পেরে কত লোকের সংসার ভেঙেছে। আনন্দ পালনের সীমা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে ভাইরাস কেমন করে তার প্রতিশোধ নেয়, আমরা দেখেছি। এই উদ্দাম আনন্দকে কেমন করে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, আমাদের দেশ তো দূর অস্ত, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোও এখনো তা শেখেনি। তাহলে এবার আমরা কী করব? অভাব, অসুখ, ফ্যাশন আর আনন্দকে মেলাব কী করে?

উৎসবের একটা মিষ্টি গন্ধ যেন আবিষ্ট করে চলেছে। প্রতিবারই এই আবেশের ক্যানভাসে শরতের পেঁজা তুলোর মত মেঘ থাকে, বাতাসের হিমেল ছোঁয়াটার শিরশিরানি থাকে, বোনাসের জন্য অপেক্ষা থাকে, কাঁচের শো কেসের ওপারে যাওয়ার আগ্রহ থাকে। এর সঙ্গে মিশে যায় কুমোরটুলির কাঁদা মাখা বাঙালির ব্যস্ততা। পাড়ার মোড়ে বাঁশের কাঠামোগুলো চুপি চুপি ডাকে, শপিং মলে বেজায় ভিড়। এরপরে এক আলতো কুয়াশা ভেজা ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আহ্বানে টগবগ করে ফুটতে থাকে মনের রসনা।

সুটকেশ গুছিয়ে নেয় উমা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা। বাড়ির পড়ুয়াদের আনন্দ, স্কুলে তালা পড়ল। বাড়ির কার্নিশ থেকে শুরু করে উঠোন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে কিশোরের অনাবিল আনন্দ।

স্কুলের তালা পড়েছে সেই গত বছর। এখন কবে খুলবে তা নিয়ে চলছে হিসেব-নিকেষ। কড়িবরগায় ঝুলের বাসা, পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে। সিলিংফ্যানের পাখায় পাখীরা বানিয়েছে তাদের সুখের ঘর। ক্লাস ফাঁকি দেওয়া ছেলেমেয়েদের প্রিয় বারান্দায় খেলছে গভীর শূন্যতা। মাঠের ঘাস লম্বা হয়ে ঋজু বৃক্ষের চেহারা নিয়েছে। 'ছুটি' থেকে নিস্তার চাইছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১৭ মাস আগে করা ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটার কয়েকটা সংখ্যা আবছা দেখাচ্ছে। অথচ এই ভাইরাসটায় মরার সংখ্যার শেষ নেই। দুপুরে পাওয়া চাল আলুর (মিড-ডে মিল) থলিতে ভরে নেওয়া যায় এই ভাইরাসের ছবিটাকে, মৃত্যুর বিভীষিকাকে নয়।

আমরা কি আবার প্যান্ডেলে ফিরব? গতবার তো চেয়েছিলাম। উৎসব তো সবার। গতবার বিষয়টা আদালত পর্যন্ত গিয়েছিল। শুধু উৎসব উদযাপন নয়, অর্থ উপার্জনেরও আকাল ছিল। অনাহার আর অসুখের দড়ি টানাটানির মধ্যে দাড়িয়ে থাকা লাখো লাখো মানুষের আকুতি ছিল। অবশ্য গত বছর দুটি বড় বিপদের মাঝখানে একটা ভারসাম্য এসেছিল। অনেক দেশই পারেনি কিন্তু আমার দেশ পেরেছিল। উৎসবের আনন্দে কিছু খামতি ছিল কিন্তু শ্মশানের নীরবতা তো ছিল না।

চিকিৎসকরা বারবার বলছেন মাস্ক পরতেই হবে। শুধু নাক আর মুখ ঢেকে রাখতে হবে। এতেই জীবাণুর সংক্রমিত করার ক্ষমতা অর্ধেক কমে যায়। আমরা অনেকেই এই বিষয়টাকে পাত্তা দিই না। কোভিড সচেতনতা পোস্টার হয়ে দেওয়ালে ঝুলেছিল। যারা দৈহিক পরিশ্রম করছেন, তারা কিছুটা সময় মাস্ক ছাড়া থাকতেই পারেন। কিন্তু সেই সমস্যা যাদের নেই তাদের সচেতনতাকে ফিরিয়ে আনতে চাই কড়া দাওয়াই। দশভুজার উৎসবে গা ভাসিয়ে যারা ঘুরে বেড়াবেন, আনন্দ করবেন, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখবেন সদলবলে, ভাল-মন্দ খাবেন রেস্টুরেন্টে-কোনও কিছুতেই বাধা নেই। তবে মুখের মাস্ক মুখে রেখে আর নিরাপদ দূরত্বটা যতটা সম্ভব বজায় রাখলে, ভাল আপনার আর সকলের। এই কথাটা মাথার ভেতরে গেঁথে রাখা দরকার। আমরা কি শুনছি সেই কথা? আগের বছরে পুজোর জামা-প্যান্ট পরা অনেকের মুখেই মাস্ক দেখা যায় নি। সেই ছবি এখনও দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। মাস্ক যে 'সেরা প্রতিষেধক' তাকে প্রতারিত করেছেন অনেকে। কড়া সরকারি নির্দেশ এবারও জারি করা দরকার। কারণ এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন।

অন্ন সংস্থানের প্রত্যাশা ঊর্দ্ধমুখী হোক। অসুখের বোঝা কমে যাক। কেনাবেচার হাটে লাগুক ব্যস্ততার ছোঁয়া। একই সঙ্গে কোভিড বিধি যেন পোস্টার থেকে নেমে এসে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দাড়াক উন্নত শিরে। তৃতীয় ঢেউ কোন ভাইরাসকে ডেকে আনবে, তা আমরা কেউ জানি না। কিন্তু আমরা যেন আসামীর কাঠগড়ায় না দাড়াই। পুজোর জৌলুস বাড়ুক অক্সিজেন কনসেনট্রেটরে, আইসোলেশন সেন্টারে, স্বল্পমূল্যে খাবার যোগানো ক্যান্টিনে। হয়তো জুটবে না সেরা হওয়ার কোনও ট্রফি। মানুষের পাশে থেকে সেরা হওয়ার সুযোগ তো আছে। পুরস্কারগুলোকেও সেইভাবেই সাজানো যেতে পারে। আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবকে মৃত্যুর কাছে উৎসর্গ না করে বাঁচার আনন্দে জাগিয়ে তুলতে পারি না?

ভারতের অর্থব্যবস্থা কি প্রাক কোভিডে ফিরেছে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

বর্তমান অর্থবর্ষের (২০২১-২২) প্রথম ত্রৈমাসিকে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার ২০.১% হয়েছে। এত আয় বৃদ্ধির হার এর আগে দেশে আসেনি। কেবল এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থকরা বিরাট উল্লাস করছেন। সাধারণ মানুষের সহজে বোঝার উপায় নেই যে কী এমন অর্থব্যবস্থার উন্নতি হল যে এত আনন্দ! অর্থনীতিবিদরা বা অন্যান্য অনেকেই কিন্তু সহজেই বুঝছেন যে এত আনন্দের মধ্যে ফাঁকিটাই সব। কারণ কী? কারণ হল আর্থিক বৃদ্ধি মাপতে তুলনা করা হয় গত অর্থবর্ষের ঠিক এই সময়ে দেশের জন আয় কত ছিল তার সঙ্গে। গত অর্থবর্ষের (২০২০-২১) প্রথম ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) এ দেশের আয় ঐতিহাসিকভাবে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাইনাস ২৪.৩% এ। অর্থাৎ ঐ অতিমারিতে আর্থিক কার্যকলাপের প্রায় ৭০% বন্ধ হয়ে গেছিল এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় তা নেমে গেছিল – ২৪.৩% এ। এই কম ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বর্তমান অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) এ তাই ২০.১% আয় বৃদ্ধি আসলে কোনভাবেই ভাল তো নয়ই পরন্তু বৃদ্ধির হার যথেষ্টই কম। করোনার ক্ষতির পরে প্রায় সকল দেশই ভারতের চেয়ে ভাল করছে, ইটালি বলুন, চিন বলুন, আমেরিকা বলুন, এমনকী বাংলাদেশও ভারতের চেয়ে অনেক ভাল করছে। এখবরও বিশ্ববাসী জানে।

আয়ের হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে বলা দরকারঃ

ভারতের অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিক চাহিদার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল মোট চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা। এর মোট চাহিদা ৫৫% -এরও বেশি। এই চাহিদার পরিমাণ বর্তমান অর্থবর্ষের

ত্রৈমাসিকে ১৮ লক্ষ কোটি টাকারও কম অর্থাৎ ১৭, ৮৩,৬১১ কোটি টাকা। এর পরিমাণ আসলে অর্থবর্ষ ২০১৭-১৮ এর প্রথম ত্রৈমাসিকের সমান। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ তে কিন্তু এই খাতে খরচ অনেক বেশি ছিল। তাই ভোগ্যপণ্যের চাহিদা গত ৩ বছর আগের চাহিদার পরিমাণের সমান। চাহিদার দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশটি হল বিনিয়োগ। এটা হল দেশের মোট চাহিদা ৩২%। এই অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে এর মোট পরিমাণ ৮০,২২,৩৫ কোটি টাকা। যা কি না ২০১৮-১৯ অর্থ-এর ঐ সময়ের চেয়েও অনেক কম। আবার সরকারি খরচের পরিমাণ ঐ সময়ের গত ২০২০-২১ এর চেয়েও কম। তাই এই তিনটি ক্ষেত্রেই ভারত প্রাক-কোভিড স্তরে পৌঁছতে পারছে না। তাই দেশের অর্থব্যবস্থা কোভিডের আগে পৌঁছতে পারছে না।

কী করা যেতে পারেঃ

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের ভোগপণ্যের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়াই দেশের আর্থিক বৃদ্ধির প্রতিকূল হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিনিয়োগের চাহিদার অভাব। একটা হিসাব থেকে বোঝা যাবে ঘাটতির কারণ। আমরা জেনেছি এই অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক আয় বেড়েছে গত অর্থবর্ষের ঐ সময়ের তুলনায় ২০.১%। অথচ ভোগ্যপণ্যের চাহিদার বৃদ্ধি হচ্ছে মাত্র ৯.৩% হারে। অর্থাৎ এখনও দেশের আয় যে মাত্রায় বাড়ছে ভোগ্যপণ্য চাহিদা বৃদ্ধি বাড়ছে তার চেয়ে অনেক কম হারে। তাই আয় বৃদ্ধির রসদই যদি কম হয় তবে তা কীভাবে বাড়তে পারে?

এর মূল কারণ হল মানুষের আয় কমে যাওয়া। আয় কমলে ভোগব্যয় কমে যাবে। এই আয় কমার মূল কারণ মানুষের রোজগারে সুযোগ কমে যাওয়া, চাকুরি না পাওয়া বা কাজ কম পাওয়া। অর্থনীতিতে দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষের ভোগের জন্য ব্যয় বেশি হয়। তাদের আয়ের বড় অংশই এই ক্ষেত্রে খরচ হয়। অথচ অবস্থাপন্য মানুষের আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে বা এমন জিনিসের চাহিদা বাড়ে যা উন্নত দেশে তৈরি হয়। বিদেশের জিনিস তাই আমদানি বাড়ে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বহু মানুষের আয় এই অতিমারিতে কমেনি। উপরন্তু বেড়েছে অতিমাত্রায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের রোজগার কমছে, কমছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষদের। তাই আজ সরকার যদি এই আয় কমে যাওয়া মানুষের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে এবং তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করে তবেই দেশে ভোগ্যপণ্য কেনার পরিমাণ বাড়বে। কলকারখানা চলবে। একজনের আয় বাড়ার অর্থ অন্য লোকেরও আয় বাড়বে।

এখন দেশে নতুন বিনিয়োগের পরিমাণ কম। এর বড় কারণ উৎপাদিত দ্রব্য পুরোটা বিক্রি হবে না। তাই দেশের উৎপাদন ক্ষমতার ৩০% বেশি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এছাড়া পরিষেবা ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত অবস্থা আরো খারাপ। পরিষেবা ক্ষেত্র কিন্তু বেশি মাত্রায় নিয়োগের ব্যবস্থা করে। মানুষের যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া, বেড়াতে যাওয়া সবই কম। তাই পড়াশোনা, স্কুল কলেজ অনেক কিছুই বন্ধ। তাই দরকার হল সাধারণ মানুষের রোজগার বৃদ্ধি করা। এর সঙ্গে টিকাকরণের উপর জোর দিতে হবে। ফলে অতিমারির ভয় কমবে। চালু হতে পারে নতুন উৎপাদন এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন ইউনিটগুলো।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পে জোর দিচ্ছে ; বাঁধাও আছে

বিশেষ প্রতিনিধি-গত বিধানসভা ভোটেই বেশ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে, ক্ষমতায় ফিরে এলেই শিল্পায়নকে বেশ গুরুত্ব দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। কয়েকমাসেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুদিন আগেই তৈরি হয়েছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোমোশন বোর্ড'। যার শীর্ষে রয়েছেন (চেয়ারপার্সন) স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এই বোর্ডের কাজ হল, শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রতিটি দফতরের মধ্যে সমন্বয় রাখা এবার তা আরও জোরদার করা। তাই বিনিয়োগে উৎসাহী শিল্পপতিদের কাজে আগ্রহ বাড়বে, শিল্প বা পরিষেবাক্ষেত্র তৈরি হতে সময় কম লাগবে। বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে বিভিন্ন ছাড় দেওয়া কিংবা অন্যান্য অনেক বিষয়ে সহায়তা বৃদ্ধি করতেও এই বোর্ড কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। কিছুদিন আগে পানাগড়ের শিল্পতালুকে একটি বেসরকারি কারখানার শিলান্যাস করে তিনি এই নতুনভাবে শিল্পায়নের যাত্রা শুরু করলেন। ওই দিনই ঘোষণা করলেন ভাঙা চাল থেকে ইথানলের প্রোমোশন পলিসি। আমরা জানি ইথানল কিভাবে বিভিন্ন দেশে গুরুত্ব পাচ্ছে। ভবিষ্যতে যানবাহনে ১৫-২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলিয়াম গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। ফলে কমবে দূষণ এবং গাড়ি চালানোর খরচ। ওই একই সময়ে সরকারি অনুষ্ঠানের মধ্য থেকেই 'ডেটা হ্যান্ডলিং অ্যান্ড স্টোরেজ হাভ' তৈরির কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

খবরে প্রকাশ প্রায় ১২৫০ কোটি টাকা ব্যায় করে পানাগড়ের শিল্পতালুকে একটি বেসরকারি সংস্থা পলি ফিল্ম তৈরির কারখানা শুরু করছে। আগামী ২০২৩-এর মধ্যে উৎপাদন শুরু হবে। কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান হতে পারে ৪৮ হাজারের বেশি। এই ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ ১৫০০ কোটি টাকা হওয়ার সম্ভাবনা।

ইথানল তৈরি কি খুব ভাল প্রকল্প ?

চালের ভাঙা অংশ থেকেই ইথানলের কথা এখানে ভাবা হচ্ছে। বিভিন্ন জৈব জিনিস থেকেই ইথানল বানানো যায়। আখের ছিবড়ে থেকে ইথানলের উৎপাদন বহু আগের থেকেই আলোচিত বিষয়। খবরে জানা যাচ্ছে ভাঙা চাল বা খুদ থেকে প্রতি ১০০ গ্রামে ২৯.২ গ্রাম ইথানল বানানো যায়। চাল কলের মালিকদের সংগঠন 'বেঙ্গল রাইসমিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন' সূত্রে জানা গেছে রাজ্যে ১৫-২০ লক্ষ টন ভাঙা চাল তৈরি হয়। তার বেশির ভাগই মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই ইথানল তৈরি হলে বেশি দামে খুদ বিক্রির সুযোগ থাকবে। চাষিরা লাভবান হতে পারে। মোটামুটি ২৫-৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ইথানল তৈরির ইউনিট তৈরি করা যায়। তবে সত্যই যদি গ্রামাঞ্চলে এই কারখানা তৈরি হয় তবে অনেক পাল্টে যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা।

নতুন করে ঢালাই শিল্পে বড় মাপের লগ্নির বার্তা ঃ

ঢালাই শিল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চিন। ওখানে উৎপাদনের পরিমাণ ৫ কোটি টন। আর ভারতে ১.১০ কোটি টন। ভারতে এই শিল্পের সম্ভাবনা অনেক। গত সেপ্টেম্বরের রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, পশ্চিমবঙ্গে ২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ঢালাই শিল্পে। বলা হচ্ছে এই শিল্পে ৩৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে, বাড়িঘর, অফিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঢালাই শিল্পদ্রব্যের চাহিদা আছে। আসবাবপত্র তৈরিতেও এর প্রয়োজন। এই শিল্পের রপ্তানির বাজারও খুব ভাল হওয়ার সম্ভাবনা।

অন্যক্ষেত্রেও নজর দিতে হবে ঃ

পশ্চিমবঙ্গে এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন বোর্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে শিক্ষার হাভ তৈরি করার ভালো সুযোগ আছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। এছাড়া খাদ্যপ্রকরণ শিল্পেও ভাল নজর দিতে হবে। পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা থাকলেও এই রাজ্যে বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না এই শিল্পে। এখানে অনেক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। বড় শিল্পের মধ্যে স্টিল উৎপাদনের সুযোগ আছে এই রাজ্যে। স্টিল এবং লোহার চাহিদা বাড়ছে। পশ্চিমাঞ্চলে সৌর বিদ্যুতের উৎপাদনও লাভজনক।

রাজ্যে শিল্পোৎপাদনেও বাঁধাও আছে ঃ

প্রথমত, শিল্পবন্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। উদ্যোগপতিদের মধ্যে রাজ্যের সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুতের দাম কমানোর পরিকল্পনাও নিতে হবে। তৃতীয়ত, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। চতুর্থত, দেশের কোথাও শিল্পোৎপাদন বিশেষ বাড়ছে না। অনেক সরকারিক্ষেত্রেও বিক্রির ব্যবস্থা চলছে। অন্যদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রে দক্ষতার তেমন কোন বিশেষ নজির নেই। এই সময়ে রাজ্যকে তৈরি থাকতে হবে। পঞ্চমত, ব্যাঙ্ক ঋণের চাহিদা খুব কম, ফলে সব ভেবেই রাজ্যকে এগোতে হবে।

ভার্চুয়াল লেখাপড়ায় ঘাটতি চলছে

বিশেষ প্রতিনিধি-গত আগস্টে কিছু অর্থনীতিবিদদের এক গবেষণায় চরম সত্য প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৮% ছাত্রছাত্রীই নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অতিমারিকালে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। আরো বড় তথ্য হল গ্রাম ভারতে গড়ে ৩৭% ছাত্রছাত্রী কোন পড়াশোনার সুযোগই পায়নি এই সময়ে। এর ফল কী ভীষণ হতে পারে তার আলোচনা পরে করা হবে। তবে শহরের অবস্থা কেমন? ওই গবেষণাতেই লক্ষ্য করা গেছে শহরেও অবস্থা ভাল ছিল না। কেবলমাত্র ৩১% ছাত্রছাত্রীই ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিয়মিত ক্লাসে পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে। তবে তারা অন্তত শিক্ষকদের সঙ্গে পড়াশোনার যোগাযোগটা রাখতে পেরেছে এবং পড়াশোনার নির্দেশ নিতে পেরেছে এই অতিমারির সময়।

স্কুল খুলবে কবে এবং কীভাবে ?

বহু বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে অভিমত দিচ্ছেন। অনেকে বলছেন যদি অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রই খোলা যেতে পারে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় কেন? উচ্চশিক্ষার বহুক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনও করছে। তবে এখনও অনেক রাজ্য সরকার এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না। অনেক রাজ্যে কিছু কিছু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলছে। এটা উন্নত দেশেও দেখা যাচ্ছে সকলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি খুলতে দ্বিধাবোধ করছে।

ইউরোপীয় টেকনিক্যাল অ্যাড ভাইসরি বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয় খুলতে পারে তবে কিছু শর্ত মানতে হবে এই সময়। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষগুলোতে অনেক কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকবে। ফলে তাদের দূরে দূরে বসতে অসুবিধা হবে না। এছাড়া স্কুলের সময়সূচী পাল্টাতে হবে এক সঙ্গে সকল ছাত্রছাত্রী একই ক্লাসে থাকবে না। বিভিন্ন ভাগ করতে হবে পঠন পাঠনের। দুটো অন্ততঃ শিফ্‌ট করতে হতে পারে। এমনও হতে পারে সকল ছাত্রছাত্রীদের সপ্তাহে ২/৩ দিন পড়াশোনার জন্য ক্লাসে উপস্থিত হতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্কুল খোলার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। কোন অঞ্চলে সংক্রমণ কতটা জানতে হবে। ঝুঁকির বিষয়টি খেয়াল করতে হবে। এছাড়া পড়াশোনা চালু করতে গেলে শারীরিক দূরত্ব কতটা রক্ষা করে চলা যায় তার চিন্তা আগে করা দরকার। এই বিষয়ে সরকারকেও দেখতে হবে যাতে এদেরকে আরো সচেতন করে আরো নিয়ম মেনে কী করে স্কুলে পাঠানো যায়।

স্কুল খোলা জরুরি কেন ?

দেখা যাচ্ছে বিশেষতঃ গ্রামে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা থেকে বিরত। তাদের আগামীদিনে যোগ্যতা বৃদ্ধি করা খুবই কষ্টকর হবে। ফলে জীবনে দাঁড়ানো কঠিন হবে। অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে। এই সংখ্যা বাড়ছে। এটা সামাজিকভাবে খুবই দুশ্চিন্তার। মিডডে মিল না পেলে আগামীদিনে জনস্বাস্থ্যের হানি হবে। করোনাকালে মেয়েদের পড়াশুনা ছাড়ার প্রবণতা বেশি, ক্ষতি হচ্ছে সামাজিক ভরকেন্দ্রের।

প্রিয় সম্পাদক

বুকে বাজে বড় ব্যাথা, সহিতে হবে নীরবে

একটি অটোগ্রাফ

সম্প্রতি চলে গেলেন বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন রোমান্টিক লেখক বুদ্ধদেব গুহ। এপার-ওপার বাংলায় তাঁর বহু ভক্ত রয়েছে। নয়ের দশকে কলকাতা বইমেলায় ময়দানে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটি বইয়ের স্টলে বসে অকাতরে অনুরাগীদের অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন।

আমার কাঁধের ঝোলানো ব্যাগে তখন তাঁর লেখা 'চানঘরে গান'। দূর থেকে ভাবছি একটা অটোগ্রাফ নিলে কেমন হয়? ইতস্ততঃ করেই ভিড়ের পেছনে দাড়ালাম। সামনে আসতেই বইটা বাড়িয়ে দিলাম। নাম জিজ্ঞাসা করতে নামটা বললাম। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'ঢাকার লোক বুঝি'। ফের প্রশ্ন, 'কী করা হয়'? লজ্জায় কুকঁড়ে গিয়ে আমি বললাম, ছোটোখাটো কবিতা লিখি। বললেন, বাঃ, বেশ। অটোগ্রাফ দিয়ে বইটা আমার হাতে তুলে দিলেন।

স্বপন মিত্র, নৈহাটি

বহুমুখী প্রতিভা

বুদ্ধদেব গুহ বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একজন লেখকের চেহারা। কিন্তু বুদ্ধদেব গুহ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ব্যক্তিত্ব বিদায় নিল। শিকারি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণের পর অনেকেই বলছেন, বুদ্ধদেব গুহর কলম থেমে যাওয়ার অর্থ, সাহিত্য জগতের বহমান ধারায় শূন্যতার সৃষ্টি। কথাটা ঠিক। একথা জোর দিয়ে বলা যায়, বুদ্ধদেব গুহ বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অমূল্য রতন রেখে গেলেন, তা অনেকদিন ধরে বাঙালি পাঠক চালিয়ে যেতে পারবেন।

তাঁর লেখার একটা পৃথক শৈলী

ছিল। আবার তিনি তাঁর শৈলী পরিবর্তন করারও চেষ্টা করেছেন। যেমন, 'চানঘরে গান'। এই লেখাটিকে সাহিত্যের কোন ধারায় ফেলা যায়, তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। তবে এই লেখাটি একটি স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। কয়েকবার 'চানঘরে গান' বইটি পড়ার পর লেখককে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। কয়েকমাস পরে তার উত্তর এল। আমি সেই চিঠিটিকে যত্ন করে আমার অমূল্য সম্পদের তালিকায় রেখে দিয়েছি।

জয়দেব চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ

কবিতা

প্রার্থনা

অনির্বাণ কর

বিশ্ব আজ নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত
অনেকের চাকরি চলে গেছে
অনেকের যাওয়ার পথে
যাদের আছে তাদের অনেকের মাইনে হয়নি
অনেকে পেয়েছে অর্ধেক, অনেকে তারও কম
মানুষ রোগে মরবে কী,
পেটের জ্বালাতে হয়ত আগেই...
ঘরে বসে থাকতে থাকতে অবসাদ
কাজ খুইয়ে আরো...।

মা, পৃথিবী তোমার শরণাগত
তুমি সবার পাশে দাঁড়াও
এই অতিমারির অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করো।
সবাই যেন নিজের রোজগারে সপরিবারে খেয়ে-পরে
সুস্থ শরীরে হাসিমুখে আবার দিন কাটায়।

কবিতা

লাবনী মান্না

নিশুতি রাত আসে না ঘুম
বইয়ের পাতা নির্ঝুম।
পলকেতে পৃষ্ঠা উড়াই
মনে পড়ে কবিতা তোমায়,
চোখ মেলে দেখি
শুধু তোমার আনাগোনা
বইয়ের পাতায়।

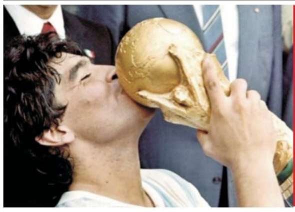

স্টেডিয়াম

টেনিসে রূপকথার রাণী রাদুকানু

টেনিসে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম এমা রাদুকানুর

নিউইয়র্ক-অষ্টাদশী। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে টেনিসে হাতে খড়ি। এমা রাদুকানুর জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জড়িয়ে ধরে রয়েছেন এই রূপকথার রাণী। পেশাদার টেনিসে সামনের সারিতে আসতে যে সব মাইল ফলক পেরিয়ে আসতে হয়, তার কোনটাই তাঁর হেফাজতে নেই। মাত্র তিন মাস হল পেশাদার টেনিসে পা রেখেছেন রাদুকানু। ট্রফি জেতার পর প্রথম সাক্ষাৎকারে বললেন, 'বিস্মিত আমি বিস্মিত। ভারতেই পারছি না, শেষ সার্ভিসটাও ঠিকমতো করতে পেরেছি। এই ট্রফিটা ছাড়তেই ইচ্ছা করছে না।' বহুবছর পরে একেকটা ব্যতিক্রমী প্রতিভা উঠে আসে। ব্রিটেনের ১৮ বছরের এমা সেই ব্যতিক্রমীদের দলে পড়েন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে জিতে নিলেন যুক্তরাষ্ট্র ওপেন। কোয়ালিফায়ার খেলতে এসে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়। টিকিট কাটা ছিল অনেক আগের। সেটা পিছোতে পিছোতে ট্রফি জয়ে গিয়ে থামল। ২০০৪-এ মারিয়া শারাপোভার উইম্বলডন জয়ের পরে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তিনি। দুই কিশোরীর ফাইনালে ১৮ বছরের এমা হারালেন কানাডার ১৯ বছরের লায়লা ফার্নান্ডেজকে।

ফুটবল সম্রাট পেলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। হাসপাতাল থেকে ছুটির পর এখন পেলে বাড়িতে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছেন।

সই-সাবুদ শেষ এবার দাদার বায়োপিক

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবার বাজারে আসতে চলেছে দাদার বায়োপিক। বলিউডের ছবি বলা যেতে পারে। প্রযোজনায় 'লাভ ফিল্মস'। এর কর্ণধার লাভ রঞ্জন ও অঙ্কুর গর্গ। দু'জনে মিলে মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলি বায়োপিক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। চুক্তি হয়ে গেছে, এবার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচনের কাজ চলছে। বেঁচে থাকাকালীন কোনও বাঙালি তারকা বা কিংবদন্তিকে নিয়ে বায়োপিক এই প্রথম হচ্ছে। হৃতিক রোশন অথবা রণবীর কাপুরের মধ্যে থেকে একজনকে পর্দায় সৌরভের ভূমিকায় অভিনয় করতে

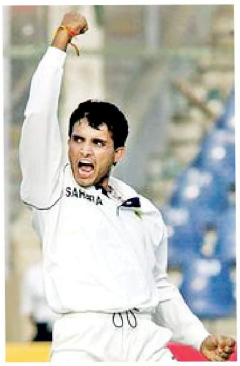

দেখা যাবে। খেলার মাঠের তারকাদের নিয়ে এর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনি, মিলখা সিং, মেরিকম-কে নিয়ে বায়োপিক হয়েছে। কপিলদেবকে নিয়ে কাজ চলছে।

হাল্কা হচ্ছেন বিরাট

মুম্বই-ক্রিকেট মহলে আলোড়ন তুলে ১৬ সেপ্টেম্বর টি টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ছাড়লেন বিরাট কোহালি। তিন ধরনের ক্রিকেটে নেতৃত্বের ধকল হাল্কা করতে চাইছেন তিনি। চালিয়ে যাবেন টেস্ট এবং ওয়ান ডে।

বিফল নোভাক, জয় দানিলের

ক্যালেন্ডার স্ল্যাম হল না। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে গ্র্যান্ড স্ল্যাম হলেন দানিল মেদভেদেভ

নিউইর্য়ক-১২ সেপ্টেম্বর রাতের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হলেই ক্যালেন্ডার স্ল্যাম। কিন্তু হল না। জকোভিচ আর দানিল মেদভেদেভের মাঝে আর্থার অ্যাল স্টেডিয়ামে একজনের মুখের চেহারা ছিল ঝকঝকে আর আরেকজনের মুখে ভয়ের রেখা। পঁচিশ বছরের দানিলের বক্তব্য, 'ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালে জকোভিচের কাছে হেরেছি কিন্তু শিখেছি অনেক, এখনও বাকি অনেক।' কয়েক বছর ধরে জকোভিচ অপ্রতিরোধ্য। তাঁকেই হেলায় উড়িয়ে দিলেন মেদভেদেভ। ২০ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মুকুট যার মাথায় সে স্ট্রেট সেটে হেরে গেলেন। ক্যালেন্ডারের স্বপ্ন ছিনিয়ে নিল দানিল।

প্রথম গেমেই জোকারের সার্ভিস ভেঙ্গে এগিয়ে যান মেদভেদেভ। বিদ্যুতের গতি ছিল দার্নিলের সার্ভিসে। অতীতে দু'সেট পিছিয়ে থেকেও জয়ে ফিরেছেন নোভাক। বাঘের মতো খেলে তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতে স্ত্রীকে উপহার দিলেন মেদভেদেভ।

৫০ বছরের স্মৃতি জাগাল ওভাল

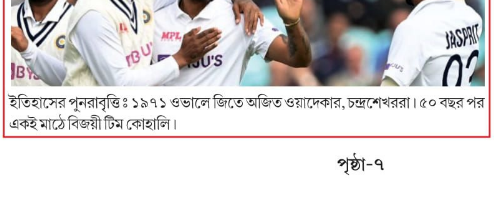

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিঃ ১৯৭১ ওভালে জিতে অজিত ওয়াদেকার, চন্দ্রশেখররা। ৫০ বছর পর একই মাঠে বিজয়ী টিম কোহালি।

প্যারালিম্পিক্সে সাফল্য এল যাদের সৌজন্যে

ভাবিনাবেন প্যাটেল ঃ ভারতের দ্বিতীয় মহিলা হিসেবে প্যারা লিম্পিক্সের টেবল টেনিসে রূপো জয়। বারো মাস বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। গুজরাটের মহসানা জেলার মেয়ে।

নিষাদকুমার ঃ ছেলেদের হাইজাম্পে ২.০৬ মিটার লাফিয়ে রূপো জেতেন। হিমাচল প্রদেশের ছেলে। বর্তমান বয়স ২১। আট বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় ডান হাত হারান।

অবনী লেখারা ঃ ভারতের প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে প্যারালিম্পিক্সে ১০ মিটার এয়াররাইফেলে সোনা জেতেন। পরে ৫০ মিটার রাইফেলে ব্রোঞ্জ পান। অবনীর এখন বয়স ১৯। এক গাড়ি দুর্ঘটনায় শরীরের নিম্নাংশ অসাড় হয়ে যায়।

যোগেশ কথুনিয়া ঃ পুরুষদের ডিসকাসে ৪৪.৩৮ মিটার ছুড়ে রূপো পান। মাত্র ৮ বছর বয়সে কঠিন স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত হয়ে শরীরের নীচের অংশ কম জোরি হয়ে যায়।

দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ঃ এথেন্স এবং বিয়োতে সোনা জেতেন। টোকিওতে জ্যাভলিনে রূপো পান। কৈশোরে গাছে উঠতে গিয়ে বিদ্যুৎবাহী তার স্পর্শ করার ফলে তাঁর বাঁ-হাত বাদ যায়।

সুন্দর সিংহ গুর্জর ঃ ছেলেদের জ্যাভলিনে ব্রোঞ্জ জেতেন। তাঁর বয়স এখন ২৫। লোহার পাতের আঘাতে বাঁ হাতের কব্জির নীচের অংশ বাদ যায়।

সুমিত অন্তিল ঃ ছেলেদের জ্যাভলিনে সোনা জেতেন। ২৩ বছরের সুমিত সোনপতের বাসিন্দা। ২০১৫ সালে এক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় হাঁটুর নিচ যে বাঁ পা বাদ যায়।

সিংহরাজ আধানা ঃ ছেলেদের ৫০ মিটার পিস্তলে রূপো এবং ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ লাভ। হরিয়ানার এই ছেলে পোলিওতে আক্রান্ত হন। তাঁর শরীরের নিচের অংশ জোর নেই।

মরিয়প্পন থঙ্গভেলু ঃ হাইজাম্পে ১.৮৬ মিটার লাফিয়ে রূপো জেতেন। পাঁচ বছর বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর ডান পা কেটে বাদ দেন চিকিৎসকরা।

শরদকুমার ঃ হাইজাম্পে ১.৮৩ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। পাটনায় থাকেন। দু'বছর বয়সে পোলিও নেওয়ার পরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। বাঁ হাতে অসাড়।

প্রবীনকুমার ঃ হাইজাম্পে নতুন এশীয় রেকর্ড (২.০৭ মিটার) গড়ে রূপো জেতেন। দিল্লির ১৮ বছরের প্রবীনের ছোটবেলা থেকেই দুটি পা সমান দৈর্ঘ্য নয়।

হরবিন্দর সিং ঃ তিরন্দাজিতে ব্রোঞ্জ জেতেন। অর্থনীতিতে স্নাতক। দেড় বছর বয়সে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। ভুল চিকিৎসায় পায়ের স্বাভাবিক ক্ষমতা হারান।

মনীশ নরওয়াল ঃ ছেলেদের ৫০ মিটার পিস্তলে সোনা জেতেন। জন্ম থেকেই ডান হাত অসাড়। এর আগে এই স্কুটার বিশ্বকাপে সোনা জেতেন বিশ্বরেকর্ড গড়ে।

প্রমোদ ভগৎ ঃ ব্যাডমিন্টনে সোনা। ওড়িশার এই খেলোয়াড় পাঁচ বছর বয়সে পোলিওতে আক্রান্ত হন। বা-পা নিয়ে সমস্যা।

মনোজ সরকার ঃ ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ। উত্তরাখণ্ডে থাকেন এই বাঙালি খেলোয়াড়। ভুল চিকিৎসায় শরীরের নিচের অংশ অসাড় হয়ে যায়।

সুহাস যতিরাজ ঃ ব্যাডমিন্টনে রূপো। ছোটো থেকেই গোড়ালিতে সমস্যা। ৩৮ বছরের এই আই এস সব বাঁধাকে জয় করে দেশকে পদক দিয়েছেন।

কৃষ্ণনাগর ঃ ব্যাডমিন্টনে সোনা। ২২ বছরের কৃষ্ণ স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে নি। ২০১৮ সালে প্যারা এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পান।

ইস্টবেঙ্গলে জোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঝড়-ঝাপটা শেষ করে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আবার জোয়ার এসেছে। আই এস এল-এর জন্য টিম তৈরিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন ক্লাবের কর্তারা। আগামীদিনে সমর্থকদের আশা মিটবে।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

সেরাম শারদবরণ ২০২১ ও সংগঠনের কর্মসূচীর কিছু বিশেষ মুহূর্ত

প্রেস ক্লাব কলকাতায় সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর সাংবাদিক সম্মেলনে পুজোর রেপ্লিকার উদ্বোধন করছেন সংগঠনের সহসভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, কার্য্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য মৃদুল ব্যানার্জি, অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৃৎশিল্পী মিণ্টু পাল নিজস্ব চিত্র

সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুনছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং শহরের দুর্গাপুজো সংগঠকগণ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। প্রেস ক্লাব, কলকাতা ৩ সেপ্টেম্বর নিজস্ব চিত্র

কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি অভিনেতা সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে উপবিষ্ট সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, কার্য্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য মৃদুল ব্যানার্জি, সহসভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ এবং মৃৎশিল্পী মিণ্টু পাল। নিজস্ব চিত্র

কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সেরাম শারদবরণ ২০২১-এর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

অনাথ বাবু বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠানে জনৈক অধিবাসীর হাতে খাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

আমরা মহিলারা আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জনৈকা শিক্ষিকাকে নিজস্ব চিত্র

নবযুবক সংঘ আয়োজিত গণেশ পুজোর অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

প্যারা অলিম্পিকে বিজয়ী ভারতের অ্যাথেলিটদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত নবযুবক সংঘের বিজয় উৎসবের মঞ্চে কর্মকর্তা প্রবন্ধ রায়, সঞ্জীব আচার্য্য ও জনৈক ক্লাব সদস্য নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) শীলা নন্দী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) ববিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৯) জয়দেব দে, ২০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ২১) আশীষ ব্যানার্জি, ২২) পার্থ চক্রবর্তী, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) তমা রায়, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) মিতালি পাল, ৩৭) ডালিয়া সিনহা রায়, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) সৌগত সেন, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) দেব পাল, ৪৪) রীতেশ ঘোষ, ৪৫) অমিতাভ সিনহা, ৪৬) মৌমিতা ঘোষ, ৪৭) শুভময় কুণ্ডু, ৪৮) রেশমি নায়েক, ৪৯) স্বপন দে, ৫০) চিত্রা শীল, ৫১) আবীর চ্যাটার্জি, ৫২) মীনাক্ষী পাল, ৫৩) সঞ্জয় সাহা, ৫৪) রেবা রায়, ৫৫) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৬) ইরা দত্ত, ৫৭) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৫৮) শেখ নাজিবুল রহমান, ৫৯) তৃষ্ণা বসু, ৬০) গৌতম শীল, ৬১) শ্যামল মুখার্জি, ৬২) কমল মাইতি, ৬৩) সুব্রত সাহা, ৬৪) সুব্রত ঘোষ, ৬৫) সোনালি বিশ্বাস, ৬৬) শিল্পী মুখার্জি, ৬৭) জয়ন্ত রায়, ৬৮) অভিষেক পাল, ৬৯) শ্যামল মণ্ডল, ৭০) মোনালিসা হালদার, ৭১) সাগরিকা সরকার, ৭২) ঝর্ণা সাহা, ৭৩) সাথী দাস।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

শারদীয়া ক্রোড়পত্র

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

দেবী দুর্গার স্বরূপ, সৃষ্টি এবং পৌরাণিক কাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি-একসময় শুধু মহিষমর্দিনীরূপে দেবী দুর্গার পূজা হত। তখন লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং শিবের প্রতিমা দেবী দুর্গার সঙ্গে দেখা যেত না। জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বর্তমান রূপের শারদীয়া দুর্গাপূজা চালু হয়। তাহিরপুরের রাজ পুরোহিত রমেশ শাস্ত্রী উদয় নারায়ণকে দুর্গাপূজা করার উপদেশ দেন এবং তিনি নিজেই এই পূজার একটা পদ্ধতি রচনা করেন। সেই সময় খুব ঘটা করে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে দুর্গাপূজা করেছিলেন উদয় নারায়ণের পৌত্র কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংস নারায়ণ। যদিও এটাই প্রথম দুর্গাপুজো নয়। তবে রমেশ শাস্ত্রী যে পদ্ধতিতে দুর্গাপূজা শুরু করেছিলেন সেই পদ্ধতি এখন চলছে। দুর্গাপূজার নিয়ম সম্বলিত যে পুঁথিগুলো পাওয়া যায় তাতে দেবী পুরাণ-মার্কণ্ডেয়, পুরাণ-দেবী-ভাগবত, কালিকাপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতি থেকে সংকলিত।

ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, বর্তমানে শরৎকালে বাংলায় যে দুর্গাপূজা হয় তা মহিষমর্দিনী। মহিষমর্দিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে মধ্য ভারতের উদয়গিরিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় নির্মিত একটা পাথরের মূর্তি। মূর্তিটি চতুর্থ শতকের। উমা-পার্বতী, দুর্গাচণ্ডী প্রভৃতি শক্তিদেবী সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, দেবীর মধ্যে শাক্ত মতের বা মাতৃপূজার নানা ধর্মমত এসে মিশেছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ দেবী, পৌরাণিক দেবী ও লৌকিক দেবী—এই তিনটি প্রধান ধারার মিলন ঘটেছে। এরই ফলে 'নবরাত্র' উৎসব। যে উৎসবে দেবীমূর্তি থাকে না, দেবী ঘটে ও মন্ত্রে পূজিত হয়। দুর্গাপূজার মন্ত্রে বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয়ের সমন্বয় দেখা যায়। তন্ত্রে পরমা প্রকৃতি হিসেবে শক্তির দেবী এবং পরমপুরুষ হিসেবে শিবের পূজা করা হয়। আবার শস্যের দেবী এবং উর্বরতার দেবী হিসেবে স্ত্রী-দেবতা ও মাতৃকার পূজা সিন্ধু সভ্যতার অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃ মূর্তির বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ত্রেতা যুগে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। বাল্মীকির রামায়ণে আবার রামকর্তৃক দুর্গাপূজার ঘটনা নেই। শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করেন। বোধন মানে জাগানো। প্রাচীন রীতি অনুসারে হিন্দুরা বছরকে দু'ভাগে ভাগ করেন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন। দক্ষিণায়ন দেবতাদের নিদ্রার কাল। শরৎকাল দক্ষিণায়নের মধ্যে পড়েছিল বলেই রামচন্দ্রকে দেবীর বোধন করতে হয়েছিল অর্থাৎ দেবীকে জাগাতে হয়েছিল। শরৎকালে দুর্গাপূজার দেবীর বোধন করা হয়।

দুর্গা তথা শক্তি পূজার প্রাচীনতা নিয়ে কতগুলো সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে— (ক) মন্ত্রময়ী দেবীর পূজা থেকে ঘট, প্রতীক এবং তারপরে প্রতিমা পূজার প্রচলন ঘটেছে। (খ) বর্তমানে মহিষমর্দিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গার সঙ্গে লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ও শিব প্রভৃতি দেবতা সহ যে প্রতিমা পূজা প্রচলিত, তা প্রায় চারশো বছরের পুরানো। দুর্গা প্রতিমা শস্যদায়িনী। নবপত্রে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। (গ) যাজ্ঞিক উপনিষদে দুর্গা নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। (ঘ) সিন্ধু সভ্যতার সময়ে যে পোড়ামাটির দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে তার থেকে প্রমাণ হয় মাতৃপূজা সেকালেও ছিল। (ঙ) ভারত এবং বহির্বিশ্বে যে মহিষমর্দিনী মূর্তিগুলো পাওয়া গেছে তার থেকে এর প্রাচীনতা প্রমাণ হয়।

দুর্গা নামের আর একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ উৎস হল, মহাশক্তিরূপিনী দেবী দুর্গম অথবা দুর্গ নামে এক অসুরকে বধ করেছিলেন তাঁর নাম হয়েছে দুর্গা। দেবীভাগবত পুরাণে দুর্গম বা দুর্গ দৈত্যের বধ অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। অনেকসময় অসুর বধের চাইতেও দুর্গার দুর্গতিনাশিনী ভূমিকা অনেক বড় করে দেখা দেয়। ব্রাহ্মণরা বেদবিহিত যজ্ঞকর্মাদি করে দেবতাদের শক্তি বাড়িয়ে দেন। তাঁরা যজ্ঞে ঘি ঢালেন, সেই ঘি খেয়ে দেবতারা পুষ্ট হন এবং তাঁরা অসুরদের বিনাশ করেন। দেবতাদের বিনাশ ঘটাতে দুর্গম দৈত্য ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দুর্গম দৈত্যকে বর দিতে চাইলেন। তখন দুর্গম দৈত্য জানালেন, এই ত্রিভুবনে দেবতা ও ব্রাহ্মনদের কাছে যে বেদমন্ত্র আছে, সেগুলি যাতে আমার কাছে থাকে এবং আপনি আমাকে এমন শক্তি দিন, যাতে আমি দেবতাদের পরাজিত করতে পারি। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে 'তথাস্তু' বললেন। আর এরপর থেকেই ব্রাহ্মনেরা বেদমন্ত্র ভুলে যেতে থাকলেন। দেবতাদের আর যজ্ঞে আহ্বান করেন না ফলে তাঁদের অন্ন বন্ধ হয়ে গেল, শরীর দুর্বল হতে থাকল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দুর্গম দৈত্য স্বর্গ অধিকার করে নিলেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে পালালেন এবং আশ্রয় নিলেন হিমালয় পর্বতের গিরিগুহায়।

অন্যদিকে পৃথিবীর অবস্থাও খারাপ হতে শুরু করল। শতবর্ষ ধরে অনাবৃষ্টিতে পৃথিবীর নদ-নদী, জলাশয় শুকিয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মনারা শিবের তপস্যা শুরু করলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এক দেবীশক্তি আবির্ভূত হল।

এবার আসা যাক শুম্ভ নিশুম্ভের কাহিনীতে। সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনী এটি। পুরাকালে মহিষাসুর দেবগণকে একশতবর্ষ ধরে এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিল। বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা, পরে শিব ও নারায়ণের সামনে উপস্থিত হলেন। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনী শুনে তাঁরা ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। এই ক্রোধের ফলে প্রথমে বিষ্ণু ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখ থেকে এক মহাতেজ নির্গত হল। সেই সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকেও যে তেজ নির্গত হচ্ছিল তা মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হল। এই সমস্ত তেজ একত্রিত হয়ে এক নারী মূর্তি ধারণ করল। কাত্যায়নের আশ্রমে সেই নারী মূর্তি আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী কাত্যায়নী নামে অভিহিতা হলেন। এই দেবী ছিলেন পার্বতীর অবতার।

সবার মাঝে, সবের মাঝে

নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ

নিজস্ব প্রতিনিধি-শারদীয়া পূজা মূলত শস্য-দেবীরই পূজা। পৌরাণিক দুর্গা দেবীর সঙ্গে শস্য দেবীকে সর্বাংশে মিলিয়ে নেওয়ার একটা সচেতন চেষ্টা ছিল। এই শস্য দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ। যেভাবেই হোক আমাদের দুর্গাপূজার ভেতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবী মিশে আছে। দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে কিন্তু নবপত্রিকা নেই। কিন্তু নবপত্রিকা দুর্গাপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। তবে কালিকাপুরাণে সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপূজার নির্দেশ রয়েছে। রামায়ণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এমনকি চণ্ডীতেও দেখা যায় শস্যের দেবী হিসেবে দেবী দুর্গা পূজিত হতেন। দেবী নিজেকে শাকম্বরী হিসেবে প্রকাশ করেছেন। সাধারণ লোকে যাকে কলাবউ বা গণেশের বউ বলে চিহ্নিত করে, প্রকৃতপক্ষে সেটি গণেশের বউ নয়, দুর্গারই এক মূর্তি। মর্ত্যে পুজো পাওয়ার জন্য কালকেতুকে রাজা করে দেন চণ্ডী। বাঙালির কাছে দুর্গা একইসঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরনি, কৈলাস ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ এবং লক্ষী, সরস্বতীর মা। গাঁজাড়ু স্বামীর ঘর করার কথা তেমনভাবে নেই। আবার অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়ীও নন। অসুরনাশই ক্ষমতার একমাত্র কাম্য তাই দেবীর বিভিন্ন রূপকে একত্রে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' নামে অভিহিত করা হয়।

নবপত্রিকা আসলে ন'টি উদ্ভিদ হলেও তা দেবী দুর্গার ন'টি বিশেষ রূপ। যেমন—কচু গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা। হরিদ্রা গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা। জয়ন্তি গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্তিকী। বিল্ব গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শিব। দাড়িম্ব গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকা। কদরী গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মানী। মান গাছের অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা। অশোক গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকঃরহিতা। ধান গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষী।

দুর্গাপূজার অপরিহার্য অঙ্গ কুমারী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি-কুমারী পূজার মূলে রয়েছে মহাশক্তির সাত্ত্বিক ভাবের আরাধনা। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে, মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিরূপে থাকলেও নারীমূর্তির মধ্যেই তার প্রকাশ সর্বাধিক। নারী বলতেই দেবীর অংশে জন্ম। একথা ঠিক অবিবাহিতা শুদ্ধ নারীর মধ্যেই মাতৃত্বের শুদ্ধচেতনা ও অনন্ত প্রেম বেশি করে লক্ষিত হয়। একারণেই কুমারী পূজা করা হয়ে থাকে। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক-একটি রূপ তবে শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশি প্রকাশ।' শুদ্ধাত্মা ভাবটা মেয়েদের ক্ষেত্রে দুই থেকে দশ বছরের মধ্যে প্রকটভাবে থাকে। তাই এমন বয়সের মধ্যেই কুমারীদের পূজা করতে হয়।

কুমারী পুজোর প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি প্রথম যে কন্যাটিকে কুমারী রূপে পূজা করেছিলেন সে ছিল একজন মুসলমান। স্বামীজি কাশ্মীরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেটা ছিল ১৮৯৮ সাল। হঠাৎ তিনি একজন মুসলমান মাঝির চার বছরের কন্যাকে কুমারী রূপে পূজা করলেন। এরপর ১৮৯৯ সালে কন্যাকুমারীতে আরও একবার কুমারী পূজা করেছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সূচনা করে অষ্টমীর দিন গায়ে জ্বর নিয়ে তিনি ন'জন কুমারীকে অত্যন্ত ভক্তিভরে পূজা করেছিলেন। সেই পুজোতে সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলেন সারদা দেবী। ভারতে কুমারী পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। কুমারী পূজা হল জীবন্ত শক্তির উপাসনা।

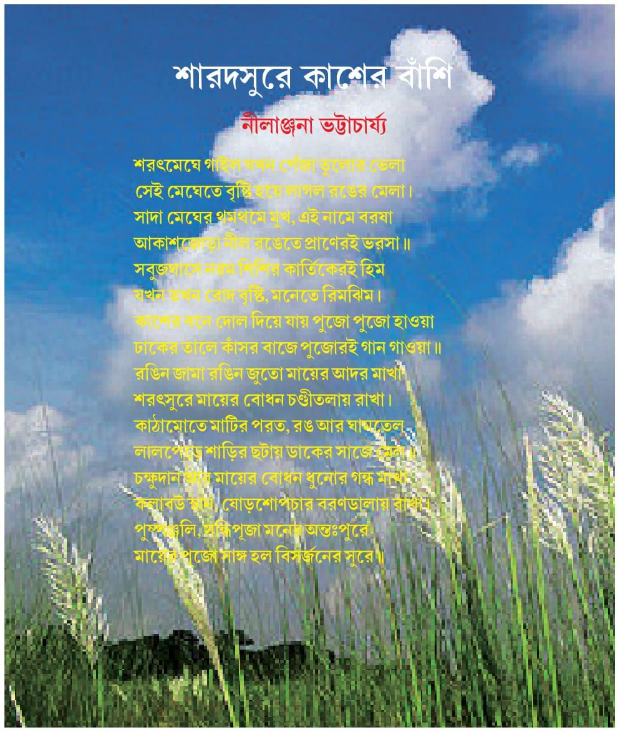

শারদসুরে কাশের বাঁশি

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

শরৎমেঘে গাইল যখন পেঁজা তুলোর ভেলা
সেই মেঘেতে বৃষ্টি হয়ে লাগল রঙের মেলা।
সাদা মেঘের থমথমে মুখ, এই নামে বরষা
আকাশজোড়া নীল রঙেতে প্রাণেরই ভরসা॥
সবুজঘাসে নরম শিশির কার্তিকেরই হিম
যখন তখন রোদ বৃষ্টি, মনেতে রিমঝিম।
কাশের বনে দোল দিয়ে যায় পুজো পুজো হাওয়া
ঢাকের তালে কাঁসর বাজে পুজোরই গান গাওয়া॥
রঙিন জামা রঙিন জুতো মায়ের আদর মাখা
শরৎসুরে মায়ের বোধন চণ্ডীতলায় রাখা।
কাঠামোতে মাটির পরত, রঙ আর ঘামতেল
লালপেড়ে শাড়ির ছটায় ডাকের সাজে মেল॥
চক্ষুদান আর মায়ের বোধন ধুনোর গন্ধ মাখা
কলাবউ স্নান, ষোড়শোপচার বরণডালায় রাখা।
পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধিপূজা মনের অন্তঃপুরে
মায়ের পুজো সাঙ্গ হল বিসর্জনের সুরে॥